বেরোবি শিক্ষককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম

বেরোবি প্রতিনিধি

সমাবেশে বক্তব্য দেন গ্রেপ্তার শিক্ষক মাহামুদুল হকের স্ত্রী। ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী শিক্ষক মোহা. মাহামুদুল হককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২০ জুন) জুমার নামাজ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিক্ষোভে অংশ নেন মাহামুদুল হকের পরিবারের সদস্যরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে শিক্ষার্থী শাহীন বলেন, যথাযথ

আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই আমাদের শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে সরাসরি আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এমনকি গ্রেপ্তারের স্থানটিও সংশ্লিষ্ট থানার আওতাধীন ছিল না, যা পুরো ঘটনাটিকে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হিসেবে স্পষ্ট করে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক শাহরিয়ার সোহাগ বলেন, আমরা এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষক মাহামুদুল হাসানকে সসম্মানে মুক্তি দিতে হবে। পাশাপাশি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে ৩ কর্মদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।

এর আগে পর্যন্ত আমরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিচ্ছি।

গ্রেপ্তার মাহামুদুল হকের স্ত্রী বলেন, পূর্বে আরো একটি মিথ্যা হত্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে আমরা বের হতে পেরেছি। পরবর্তীতে আরেকটি মামলার চার্জশিটে সরাসরি তার নাম চলে আসে। কোনো একটি গোষ্ঠী তাকে

কোনো না কোনোভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করছে।

এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার।

তিনি বলেন, আমি শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, তিনি নির্দোষ। তিনি শুধু একজন শিক্ষকই নন, সাংবাদিকতাও করেছেন দীর্ঘদিন। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের একজন সদস্য। আর্থিক কোনো বিরোধ বা ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম বলেন, আমাদের সহকর্মীর সঙ্গে যে অবিচার করা হয়েছে, তা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। আমরা চাই, দ্রুততার সঙ্গে তাকে জামিন প্রদান করা হোক। অন্যথায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মিলিতভাবে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যেতে বাধ্য হবে।

প্রসঙ্গত, গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) বিকেলে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অধীন হাজিরহাট থানায় রুজু করা হত্যা মামলায় নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মাহামুদুল হককে।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ২ আগস্ট তৎকালীন পুলিশ, প্রশাসন, আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা নগরীর ১২নং ওয়ার্ডের রাধাকৃষ্ণপুর এলাকার মুদি দোকানি ছমেস উদ্দিনকে তার দোকানে এসে হুমকি দেয়। এ সময় আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ছমেস উদ্দিনকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করে। এতে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে পুলিশ ও আসামিরা তাকে রেখে পালিয়ে যান। পরে পরিবারের সদস্যরা ছমেস উদ্দিনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।